**স্টিকার বা আঠা :**

ওষুধের সাথে অবশ্যই স্টিকার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ইন্ট্রন-AE, ধানুভিট, টিপল স্টিক, টিপটপ, স্যান্ডোভিট ইত্যাদি যে কোনোও একটি স্টিকার ৭-৮ মি.লি. প্রতি ১৫ লিটার জলে মিশিয়ে দিতে হবে।

**পুরাতন আমগাছকে ফলদায়ী করার পদ্ধতি**

বহু পুরোনো আমবাগানে উৎপাদনশীলতা ও গুণমান ক্রমহ্রাসমান এবং রোগপোকার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশের মাধ্যমে রোগপোকা দূর করা, উৎপাদনশীলতা ও গুণমান বৃদ্ধির প্রয়োজনে পুনর্নবীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা খুবই জরুরি।

**কারণ :**

১। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য।

২। গুণমান বৃদ্ধির জন্য।

৩। রোগপোকা দূর করার জন্য।

৪। সহজে পরিচর্যার জন্য।

৫। সহজে ফল পাড়ার জন্য।

**সময় :**

শীতকালে ডিসেম্বর / জানুয়ারি মাসে পুনর্নবীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এই সময় গাছ বিশ্রামে থাকে। শীতের পরেই গরম আবহাওয়ায় শাখা-প্রশাখা গজাতে থাকে।

**পদ্ধতি :**

পুরোনো/কম/অফলদায়ী আমগাছের বয়স, জাত, আকার, আকৃতি অনুযায়ী গোড়া থেকে ৩.৫-৪.০ মিটার উপরে এবং কাণ্ড থেকে ২-৩ মিটার বিস্তৃতি পর্যন্ত গাছের চারদিক বরাবর তিন/চারটা প্রধান ডাল এমনভাবে ছাঁটাই করতে হবে যেন পরবর্তী সময়ে গাছের ছাতার মতো বিস্তার করে আকার-আকৃতি ধারণ করে। ওই তিন-চারটি ডাল ছাড়া বাকি সব ডালপালা পুরোপুরি কেটে ফেলতে হবে। ডাল কাটার সময় সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। ডালের কাটা অংশ যেন ঢালু ও মসৃণ হয় এবং ফেটে বা চিড় খেয়ে না যায়। এজন্য যন্ত্রচালিত /হাত করাত অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। ডাল ছাঁটাই/কাটার সময় নীচ থেকে উপরের দিকে কাটতে কাটতে/ যেতে হবে।

**পরিচর্যা :**

ডালের কাটা অংশে যাতে রোগের আক্রমণ না হয় তার জন্য রেড়ির তেলের সাথে কপার অক্সিক্লোরাইড

লাগাতে হবে। নিবিড় পরিচর্যা করলে তবেই ছাঁটাই করা গাছে ভালোভাবে নতুন ডালপালা বের হবে। গাছে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১২-১৫ দিন অন্তর এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০-২৫ দিন অন্তর নিয়মিত সেচ দিতে হবে। ফ্রেব্রুয়ারি মাসে তিন মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত গোড়ার আশেপাশে গোল থালার মতো আকৃতি তৈরি করতে হবে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ডালকাটা গাছ প্রতি ১.২৫ কেজি ইউরিয়া, ৩.০০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ১.৫০ কেজি মিউরেট অব পটাশ, সাথে দু'ডালি করে গোবর সার প্রয়োগ করে জলসেচ দিতে হবে। মার্চ মাসে সেচের জন্য নালা সহ বেসিন তৈরি করতে হবে। এপ্রিল থেকে নতুন ডালপালা গজাতে শুরু করবে। জুলাই মাসে প্রচুর ডালপালার মধ্যে স্বাস্থ্যবান, তেজি, নীরোগ প্রতি কাটা ডালে ৭-৮ টি শাখা রেখে বাকিগুলি কেটে ফেলতে হবে। এইভাবে প্রতি গাছে ৩২-৩৫ টি শাখা থাকবে। যেসব শাখা রাখা হবে যেগুলি কাটা অংশ থেকে বের হবে এবং যেগুলি রাখলে গাছটা একটা যেন ছাতার আকার নিতে পারে। এরপর কাটা অংশে তামাঘটিত যে কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করতে হবে। জুলাই মাসে ৭০-৮০ কেজি পচা গোবর সার/কেঁচোসার/খামার সার সাথে বাকি ১.২৫ কে.জি ইউরিয়া গাছপ্রতি প্রয়োগ করতে হবে। ডালকাটা গাছগুলোর মাঝের জায়গা আগাছাযুক্ত করে চাষ দিতে হবে। এই ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন ফসল চাষ করে বাড়তি রোজগার করা যায়।

## সুসংহত উপায়ে পুনর্নবীকরণ গাছের রোগ ও পোকা দমন :

ডাল কাটার প্রথম বছরে কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কাটা ডালের অংশে দেখা যায়। সময়মতো এর আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। নুভান ওষুধ তুলোতে ভিজিয়ে আক্রমণ করা গর্তে দিয়ে মাটি লেপে দিতে হবে। এছাড়াও ২৫০ গ্রাম/গাছ ফোরেটজাতীয় দানাদার ওষুধ মাটিতে মিশিয়ে জলসেচ দিতে হবে।

কচিপাতা গজালে অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা যায়। প্রতিরোধের জন্য কার্বেন্ডাজিম/বেনোমিল ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে নতুন পাতায় স্প্রে করতে হবে। ওষুধগোলা জলে আঠা (স্যান্ডোভিট/টিপল/ট্রিটন/আপসা) মিশিয়ে স্প্রে করলে কার্যকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

থ্রিপস বা অন্যান্য চোষি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থায়ামিথোক্সাম ১ গ্রাম/প্রতি ৫ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

## সতর্কতা :

পুরাতন আমবাগানকে পুনর্নবীকরণ করলে পরিচর্যা ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। কোনোরকম পরিচর্যার হেরফের বা অবহেলা হলে গাছের সার্বিক ক্ষতি হবে।

কোনো বাগানের সবগাছ একসাথে না কেটে বছর অন্তর একসারি করে কাটলে ফলনের ধারাবাহিকতা থাকে। একসাথে ফলন না পাওয়ার ঘাটতি থাকে না।

SECTION 20
ALPHONSO
DUSHEHARI
SECOND PRIZE
LAKSHMANBHOG
Amrapali
MALLIKA
NEELASHAN
ARKA ANMOL
(ALphonso X
ARKA NEELKIRAN
NEELUDDIN
NEELGOA

## আমচাষের পরিচর্যাসমূহের মাসিক পঞ্জিকা

### জানুয়ারি : (পৌষ-মাঘ)

* চারাগাছগুলিতে সেচ দিন এবং গাছের গোড়া ও চারপাশ পরিষ্কার রাখুন।
* গোপালভোগ, বোম্বাই, সরিখাস, সফদার পসন্দ, বৈশাখী প্রভৃতি জলদি জাতের ক্ষেত্রে শোষক পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা লক্ষ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে, নিমঘটিত যে কোনো কৃষি বিষ মাত্রা দেখে স্প্রে করুন। কীটনাশক প্রতি ১৫ লি. ৪৫ গ্রাম কার্বারিল বা ১২ গ্রাম অ্যাসিফেট বা ১৩ গ্রাম ক্লোথায়ানিডিন বা ৪ মি. লি. ইমিডাক্লোপ্রিড এবং ছত্রাকনাশক হিসেবে ১৫ গ্রাম থায়োফেনেট মিথাইল স্প্রে করুন। স্টিকার অবশ্যই মেশান।

### ফেব্রুয়ারি : (মাঘ-ফাল্গুন)

* এ মাসেও চারাগাছগুলিতে প্রয়োজনমতো সেচ দিতে হবে।
* হিমসাগর, ল্যাংড়া, লক্ষ্মণভোগ, পিয়ারা ফুলি, রানিপসন্দ, মুলায়ম জাম প্রভৃতি মাঝারি জাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে পূর্বে উল্লেখিত কৃষি বিষয়গুলির যে কোনো একটি স্প্রে করে শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন।
* লক্ষ রাখতে হবে ফলের ছোট ছোট গুটিগুলি দিয়ে পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কিনা। প্রয়োজন হলে প্রতি ১৫ লি. জলে ১৫ মি.লি. ডাইক্লোরভস্ স্প্রে করুন।
* সাদা গুঁড়ো রোগ (পাউডারি মিলডিউ) নিয়ন্ত্রণের জন্য জলে গোলা সালফার (সালফেক্স/ থায়োভিট/ সালটাফ ইত্যাদি) ৪৫ গ্রাম প্রতি ১৫ লি. জলে গুলে স্প্রে করুন।

### মার্চ : (ফাল্গুন-চৈত্র)

* ফজলি, আশ্বিনা, ভাদুরিয়া, ফুনিয়া, কৃষ্ণভোগ, মোহনভোগ, রাখালভোগ, আম্রপালী, মল্লিকা প্রভৃতি নাবি জাতের ক্ষেত্রে শোষক পোকা, পাউডারি মিলিডিউ ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনমতো ওষুধ প্রয়োগ করুন।
* গুটি ধরার পর থেকে প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দিন।
* চারাগাছের বাগানে ও বাগিচার চারাগাছগুলিতে নিয়মিত সেচ দিতে হবে।
* দয়ে পোকার আক্রমণের প্রতি নজর দিন এবং প্রয়োজনে পূর্বের সুপারিশকৃত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* ফলের কচি অবস্থা থেকেই (সুলিপোকা) ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিমঘটিত যেকোনো কৃষি বিষ মাত্রা দেখে স্প্রে করুন অথবা ২২.৫ মি.লি. ড্রাইক্লোরোভস বা ল্যাম্বাডা

সাইহ্যালোথ্রিন ৭.৫ মি.লি. প্রতি ১৫ লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

* গুটি ধরার পর অনুখাদ্য মিশ্রণ ৩ গ্রাম ১৫ লি. জলে স্প্রে করা যেতে পারে।
* নিমজাত কৃষি বিষ সুলিপোকা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যায়।

**এপ্রিল : (চৈত্র-বৈশাখ)**

* ফলন্ত গাছ ও চারাগাছ উভয় ক্ষেত্রেই সেচ দিন।
* বাগিচায় পড়ে থাকা রোগপোকা আক্রান্ত ফলগুলি সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলুন।
* মাটিতে অবস্থিত কীটশত্রুর লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করতে বাগিচায় চাষ দিন। এর ফলে দয়ে পোকার ডিমগুলি উন্মুক্ত হবে এবং এদের আক্রমণ অনেকটা হ্রাস পাবে।
* ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রতিবিঘা প্রতি বাগিচায় ২টি 'বিষটোপ' স্থাপন করুন। এই বিষটোপে থাকবে মিথাইল ইউজিনল (০.১ শতাংশ) বা ঝোলাগুড় বা মিষ্টির গাদ বা ম্যালাথিয়ন (০.১ শতাংশ)-এর ১০০ মি.লি. মিশ্রণ।
* সুলিপোকার আক্রমণ থাকলে পূর্বে উল্লিখিত কীটনাশক পুনরায় ব্যবহার করতে পারেন।

**মে : (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)**

* ফলন্ত গাছে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচ করা একান্ত প্রয়োজন।
* বাগিচায় পড়ে থাকা ফলগুলি সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
* জলদি জাতের ক্ষেত্রে আম তোলার কাজ শুরু করা যেতে পারে।
* চারাগাছ রোপণের জন্য নির্ধারিত দূরত্বে গর্ত তৈরি করে ফেলুন।
* এপ্রিল মাসে বাগিচার মাটি চাষ দেওয়া না হলে এ মাসে তা করতে পারেন।

**জুন : (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)**

* ছুরিযুক্ত আঁকশির সাহায্যে সূর্য ওঠার আগে আম পাড়া করান। এক্ষেত্রে ৩-৪ সেমি, বোঁটাসহ আম যত্ন সহকারে পেড়ে বোঁটা ভেঙে আমকে উল্টে দিয়ে আঠা ঝরাতে হয়। ফলে আমের সংরক্ষণ ও গুণগত মান ভালো থাকে এবং ভালো বাজার দাম পাওয়া যায়।
* বাগিচায় পড়ে থাকা ফলগুলি সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।
* চারা রোপণের জন্য মে মাসে যে গর্তগুলি তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলিতে গর্তপ্রতি ২৫ কেজি জৈব সার প্রয়োগ করুন।
* আঁটি কলম (স্টোন গ্রাফ্ট) এই সময় তৈরি করা যেতে পারে।

* ফল তোলার পর বাগিচায় সার প্রয়োগ করুন ও চাষ দিন।

**জুলাই : (আষাঢ়-শ্রাবণ)**

* ফল তোলার পর সার প্রয়োগ করুন, যদি জুন মাসে প্রয়োগ না করে থাকেন।
* নতুন বাগিচা স্থাপনের জন্য চারাগাছ রোপণের উপযুক্ত সময়।
* মূলাধার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য চারাগাছ তৈরি করতে চারাগাছের বাগানে আঁটি রোপণ করুন।

**আগস্ট : (শ্রাবণ-ভাদ্র)**

* নাবি জাতের ক্ষেত্রে ফল তোলার কাজ এ মাসেও চলতে পারে।
* আগে দেওয়া না হলে, এ মাসে ফল তোলার পর সার প্রয়োগ করুন।
* নতুন বাগিচায় চারাগাছ রোপণ করুন (অতি বৃষ্টির দিনগুলি বাদ দিয়ে)।
* জোড় কলম, ভিনিয়ার কলম, পাতাজোড় কলম, পার্শ্বজোড় কলম, আঁটি কলম প্রভৃতি পদ্ধতিতে আমের বংশবিস্তার করা যেতে পারে।
* ফল তোলার পর, রোগপোকা আক্রান্ত, দুর্বল ও অকার্যকারী শাখা-প্রশাখাগুলি ছেঁটে ফেলে বোর্দো মিশ্রণের লেই দিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে দিন।

**সেপ্টেম্বর : (ভাদ্র-আশ্বিন)**

* সুপারিশকৃত জৈব ও রাসায়নিক সারের বাকি অংশ প্রয়োগ করুন।
* বাগিচায় খুব ভালোভাবে চাষ দিন।
* আঁটি কলমের চারাগুলিকে চারাগাছের বাগানে রোপণ করা যেতে পারে।
* রোগপোকাগ্রস্ত, মৃত ও দুর্বল ডালপালা ছেঁটে দিয়ে বোর্দো মিশ্রণের প্রলেপ লাগান।

**অক্টোবর : (আশ্বিন-কার্তিক)**

* জৈব ও রাসায়নিক সারের বাকি অংশ প্রয়োগ করুন (পূর্বে প্রয়োগ না করে থাকলে)।
* রোগপোকা আক্রান্ত, মৃত ও দুর্বল ডালপালাগুলি কেটে দিন (আগে না করা হলে)।
* গুটিযুক্ত মুকুল ও পাতাসমেত ডগাগুলি ছেঁটে দিন। এ মাস থেকে ফলন্ত বাগিচায় সেচ দেওয়া চলবে না।

**নভেম্বর : (কার্তিক-অগ্রহায়ণ)**

* অক্টোবর মাসের জন্য নির্ধারিত পরিচর্যাসমূহ সম্পূর্ণ করা না হলে, এ মাসেও সেগুলি করা যেতে পারে।

* গাছের গোড়া ও চারিপাশ পরিষ্কার রাখুন।
* বাগিচায় জলসেচ দেবেন না, তবে চারাগাছগুলির জন্য উপযুক্ত সেচব্যবস্থা রাখতে হবে।
* মাটি থেকে ১০০ সেমি ওপরে গাছের কাণ্ডে ৩০ সেমি. চওড়া পলিথিনের চাদর দিয়ে বেড় পরিয়ে দিন। পলিথিন বেড়ে নীচের অংশ গ্রিজ বা রেজিন প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পলিথিন বেড় দেওয়ার ফলে দয়েপোকা গাছ বেয়ে উঠতে পারবে না।

**ডিসেম্বর : (অগ্রহায়ণ- পৌষ)**

* দয়েপোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতি ১০ মি.লি. ক্লোরপাইরিফিস মিশিয়ে গাছের গোড়া ও গোড়ার চারপাশ ভালোভাবে ভিজিয়ে রাখুন।
* জলসেচ প্রয়োগ করা চলবে না।
* শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতি ১৫ লি. জলে ৪ মি.লি. ইমিডাক্লোপ্রিড বা ১২ গ্রাম অ্যাসিফেট বা ১২ গ্রাম ক্লোথায়ানিডিন মিশিয়ে গাছের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখায় স্প্রে করুন।

# লিচুচাষ

১) **উন্নত জাত :**

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কমবেশি প্রায় ১৫ জাতের লিচুচাষ হলেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বোম্বাই জাতটিরই চাষ সর্বাধিক। আর গুণগতমাণে বেদানা শ্রেষ্ঠ। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য জাতগুলি হল মুজফ্‌ফরপুর, শাহি, দেশি বা গুটি, এলাচি, চায়না ইত্যাদি।

২) **জমি তৈরি :**

নির্বাচিত উপযুক্ত জমিতে মে-জুন মাসে দু-তিনবার গভীরভাবে চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৭-৭.৫ কেজি শন বা ধন্‌চে বীজ ছড়িয়ে দিতে হয়। ৬-৭ সপ্তাহ পরে গাছগুলোকে জমিতে পচিয়ে সবুজসার তৈরি করতে হয়। তারপর জমি ভালোভাবে তৈরি করে জলসেচ ও জল নিকাশের নালি তৈরি করতে হয়।

৯ মি. x ৯ মি. দূরত্বে ১ মি. দীর্ঘ, ১ মি. চওড়া ও ১ মি. গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটি পাশে রাখতে হবে। যাতে ভালোভাবে রোদ খায়। বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই গর্তের শুক্‌নো মাটির সঙ্গে ২৫-৩০ কেজি জৈব সার, ১-১$^{১}/_{২}$ কেজি হাড়ের গুঁড়ো, ১ কেজি কাঠের ছাই, ২ কেজি পুরোনো লিচুবাগানের মাটি ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরে দিতে হবে। উইপোকার সমস্যা থাকলে মিথাইল প্যারাথিয়ন ২% গুঁড়ো গর্তপ্রতি ৫০ গ্রাম মেশাতে হবে।

৩) **চারা লাগানোর সময় :**

বর্ষা শুরু হলে চারা বীজতলা থেকে তুলে নির্দিষ্ট গর্তের ঠিক মাঝখানে লাগাতে হবে। চারা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লাগানো চলে। চারা লাগিয়ে মাটি ভালোভাবে চেপে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর বেশ কিছুদিন বৃষ্টি না হলে সেচ দিতে হবে। চারা লাগানোর সঠিক সময় হল বিকেলবেলা। গাছ লাগিয়ে একটা শক্ত কাঠি পুঁতে তার সাথে বেঁধে দিতে হবে। বর্ষাকালে গাছের গোড়া উঁচু রাখতে হয়, যাতে শিশুগাছের গোড়ায় জল না জমে।

৪) **দূরত্ব :**

সাধারণত সারি ও গাছের দূরত্ব ৯ মি. x ৯ মি. রাখা উপযুক্ত। আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়াযুক্ত এলাকার উর্বর মাটিতে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। এক্ষেত্রে বর্গাকার পদ্ধতিতে সারি ও গাছের দূরত্ব ১২ মি. x ১২মি. রাখা হয়। বেশ শুষ্ক এলাকায় অপেক্ষাকৃত ঘন চারা বসানো হয়, কারণ বায়ুর শুষ্কতা থেকে বাগান রক্ষা করা যায়; সারি x গাছের দূরত্ব ৮ মি. x ৮ মি.।

**চারার সংখ্যা :**

৮ মি. x ৮ মি. = ১৫৬টি

৯ মি. x ৯ মি. = ১২৩টি

১২ মি. x ১২ মি. = ৬৯টি

৫) **সার প্রয়োগ :**

উপযুক্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য চারা অবস্থা থেকে নিয়মিত, সময়মতো ও পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করতে হবে।

চারা বসানোর একবছর পর থেকেই প্রতিটি গাছে জৈবসার যেমন পচা গোবর সার বা পচা খামার সার ১০ কেজি, ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৫০০ গ্রাম, মিউরিয়েট অব পটাশ ১০০ গ্রাম, কাঠের ছাই ১ কেজি এবং অম্লতা বেশি থাকলে ৫০০ গ্রাম চুন বা ডলোমাইট একসাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতি বছর একই হারে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। শেষে ৬ বছরের ফলন্ত গাছে খামার সার বা জৈবসার ৫০ কেজি, ইউরিয়া ৭৫০ গ্রাম, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ২.৫ কেজি, মিউরিয়েট অব পটাশ ৫০০ গ্রাম, কাঠের ছাই ৭.৫ কেজি এবং জমির অম্লতা থাকলে চুন / ডলোমাইট চূর্ণ ২.৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। ফলন্ত গাছে প্রতি বছর এই মাত্রায় সার দিতে হবে। সুপারিশকৃত সারের অর্ধেক এবং সম্পূর্ণ সিঙ্গল সুপার ফসফেট লিচু পাড়ার পর বর্ষার শুরুতে একবার এবং বাকি অর্ধেক সার গাছে ফল ধারণের পর প্রয়োগ করতে হবে।

শুরুতে সারের মিশ্রণ গাছের গোড়ার থেকে ১ ফুট দূরে চারধারে ডালগুলি যতদূর বিস্তৃত ততদূর ছড়িয়ে মাটি অগভীরভাবে খনন করে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করে জলসেচ প্রয়োগ করতে হবে।

চিনদেশে শুধুমাত্র জৈবসার প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে। তা হল — প্রতি বছর ফলন্ত গাছে ২২৭ কেজি মল সারের সাথে রেড়ির খোল ৩ কেজি বা নিমের খোল ২ কেজি, হাড়গুঁড়া ২ কেজি ও কাঠের ছাই ৪ কেজি বর্ষার শুরুতে প্রয়োগ করতে হবে।

লিচুগাছের দস্তার (জিঙ্ক) অভাব দেখা দিলে একর প্রতি জিঙ্ক সালফেট ৪ কেজি ও চুন ২ কেজি মিশিয়ে ৪৫০ লিটার জলে গুলে ছেঁকে গাছে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। দস্তার অভাব হলে লিচুর পাতা ছোট হয়ে যায় ও ফিকে সবুজ রঙের হয়ে যায়।

৬) **পরিচর্যা :**

প্রাথমিকভাবে চারাগাছকে উষ্ণ, শুকনো আবহাওয়া বা বেশি শীতলতা (তুষারপাত) থেকে রক্ষা করার জন্য চারা গাছগুলির পূর্বদিক খোলা রেখে অপর তিনদিক ও উপরিভাগ খড় বা স্থানীয়ভাবে পাওয়া জিনিস দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। ফলন্ত বয়স্ক গাছকে তথা ফলকে রক্ষা করার জন্য বাগানের উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর বাগিচা তৈরির দশ মাস আগে লম্বা লম্বা গাছের দু'সারি বসাতে হয়, একে 'বাতাস ভাঙা' গাছ বলে। যেমন — দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, বীজের আমগাছ, লম্বুগাছ, শাল, শিশু, শিরীষ ইত্যাদি বসানো যায়।

**জলসেচ :**

লিচুগাছের শিকড় মাটির গভীরে যায় না, তাই ঘন ঘন জলসেচের প্রয়োজন হয়। শীতকালে ১০-১২ দিন

China
Bombai
Bedana
Muzaffarpur
Deshi
Kasba
Nafarpal
Elaichi

এবং গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া ও মাটি অনুসারে ৭-১০ দিন ছাড়া ছাড়া সেচ দেওয়া উচিত। ফলন্ত গাছে নিয়মিত সেচ দেওয়া হলে ফল যথাযথ আকারের ও শাঁসালো হয়; অন্যথায় ফল ছোট হয় এবং ফল ফেটে যায়। শুকনো পাতা বা শুকনো খড় বা কচুরিপানা ও ঘাস গুঁড়ির চারিদিকে মাটিতে ছড়িয়ে রাখলে মাটির রস সংরক্ষণ করা যায়।

**মাধ্যমিক পরিচর্যা :**

লিচুগাছের মূল গভীরে যায় না, তাই গভীরভাবে জমিতে আগাছা যাতে জন্মাতে না পারে, তাই মাঝে মাঝে চাষ দেওয়া প্রয়োজন।

**ডাল ছাঁটাই :**

লিচুগাছের ডাল ছাঁটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত দরকারি। ডাল ছাঁটাই করলে গাছের ফলন যেমন বাড়ে, তেমনি উন্নত গুণমানের ফল পাওয়া যায়। লিচুগাছের নতুন শাখায় ফুল আসে; গাছের কিছু পুরোনো শাখা ছেঁটে দিয়ে নতুন শাখা উৎপাদনে গাছকে উদ্দীপ্ত করা যায়। লিচু সংগ্রহের সময় ফলসহ ছোট ছোট প্রশাখাগুলির কিছু অংশ ভেঙে নেওয়া হয়, এতে উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যদি গাছে প্রচুর শাখা উৎপন্ন হয়, তাহলে গাছের কেন্দ্রস্থলে পর্যাপ্ত আলো পৌঁছানোর জন্য ছায়া সৃষ্টিকারী কিছু ঘন শাখা কেন্দ্রমূল থেকে ছেঁটে পাতলা করে দেওয়া হয়। এমনভাবে করতে হয় যাতে সব শাখা পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায়। জানলা খুললে যেমন ঘরে আলো প্রবেশ করে, ঠিক তেমনি গাছের কোনো ডাল ছাঁটলে গাছে ভিতরের ডাল রোদ পায়, সেভাবে ছাঁটাই করতে হবে। বেশি বয়সের গাছের (৪০-৫০ বছর বয়সের) তেজ কমে যায়। গাছকে সতেজতা দানের জন্য অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একবার সমস্ত পুরোনো ডালগুলি ছেঁটে দিয়ে গাছকে নতুন শাখা উৎপাদনে উদ্দীপ্ত করা যায়। ডাল ছাঁটাইয়ের পর প্রতি গাছে নাইট্রোজেনঘটিত সার দিয়ে সেচ দিতে হয়। এর ফলে গাছে প্রচুর শাখা আসে ও গাছ তারপর থেকে কয়েকবার ভালো ফলন দিতে পারে। শুরুতে গাছকে যথাযথ আকৃতি দানের পর গাছের ডাল ছাঁটাই করার প্রয়োজন হয় না। গাছটিকে গম্বুজের মতো আকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধান কাণ্ডের ২ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বৃদ্ধির পর মাথাটি ছেঁটে দিতে হয়। এর ফলে সব ডাল সমানভাবে সূর্যালোক পাবে, ফল পাড়া ও পরিচর্যার সুবিধা হয়। গাছের মরা ডাল, রোগগ্রস্ত ডাল, পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত ডালগুলি নিয়মিত ছেঁটে দিতে হয়।

**ফলন্ত অবস্থায় পরিচর্যা**

গাছের ফলন নিয়মিত রাখা ও বৃদ্ধির জন্য প্রাপ্তবয়স্ক গাছের উপযুক্ত যত্ন-আত্তি আবশ্যক। ফলন্ত গাছের ফুল আসার সময় থেকে ফলের পরিণতি লাভ পর্যন্ত শুষ্ক এলাকায় নিয়মিত জলসেচ দিতে হবে। গাছের ফুল আসার সময় থেকে ২/৩ বার উপযুক্ত রোগ ও কীটনাশক ওষুধ যেমন - ম্যালাথিয়ন ৫০ ই.সি.ও ম্যানকোজেব ৭৫-এর মিশ্রণ ২ গ্রাম/ প্রতি লিটার জলে গুলে গাছ প্রতি ১৫-২০ লিটার প্রয়োগে রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, এতে গাছে প্রচুর ফল ধরে। গাছের কচি ফল-ঝরা রোধ

করার জন্য গাছে ফুল আসার পর ফল ধরার সময় প্ল্যানোফিক্স নামক হরমোন প্রতি ৪.৫ লিটার জলে ১ মি.লি. হিসাবে গুলে স্প্রে করতে হয়। এছাড়া $GA_3$, নামক হরমোন প্রতি লিটার জলে ২০ মি.গ্রা. হিসাবে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ- (হরমোন প্রয়োগ করার সময় এর মাত্রা ঠিক ঠিকভাবে বজায় রাখতে হবে নতুবা হিতে বিপরীত হবে।)

৭) **সাথী ফসলের চাষ :**

চারা বসানোর পর প্রায় ৮-১০ বছর পর্যন্ত গাছের সারিগুলির মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকে। এই ফাঁকা জায়গায় সাথী ফসল চাষ করে বাড়তি আয় করা যায় এবং জমিতে আগাছা জন্মাবার সুযোগ কমানো যায়। এক্ষেত্রে ফসল হিসাবে পেঁপে, কাবুলি কলা, বর্ষাকালীন শস্য যেমন — বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, সয়াবীন, চিনাবাদাম, বরবটি; শীতকালীন সবজি যেমন— ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটর, টম্যাটো, বেগুন, মুলা, গাজর, টোরি সরিষা, ছোলা, মুগ; গ্রীষ্মকালীন সবজি যেমন — ঢ্যাঁড়শ, শসা, সোনামুগ প্রভৃতি চাষ করা যায়। কিন্তু আদা, হলুদ, ধান, গম, আখ ও আলু ইত্যাদি অধিক খাদ্য গ্রহণকারী ফসলের চাষ কখনোই লিচুবাগানে করা যাবে না।

৮) **ফল ধারণ :**

কলমের লিচুগাছে ৩-৫ বছরে, ৮-১২ বছরের বীজের গাছে ফল ধরতে শুরু করে। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ফল ধারণ বাড়তে থাকে। গাছের যত্ন ও পরিচর্যা করলে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং গাছ ৮০-১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর ভারতে আমের সাথে ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল আসে। তিন ধরনের ফুল হয়। শুরুতে পুরুষ ফুল, পরে স্ত্রী ফুল ও উভয়লিঙ্গ ফুল আসে। স্ত্রী ও উভয় লিঙ্গ ফুলেই ফল ধরে। পতঙ্গের দ্বারা লিচুর পরাগযোগ ঘটে; বীজশূন্য জাতেরও পরাগযোগ প্রয়োজন হয়। ফুল ধরার ২ মাসের মধ্যেই ফল পুষ্ট হয়ে যায়। মে-জুন মাসে ফল পাকে এবং বাজারে আসতে থাকে। প্রতি গুচ্ছ ফলমঞ্জরি থেকে ৮-১০% পাকা ফলে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতে ডিসেম্বর মাসে ফুল আসে এবং এপ্রিল-মে মাসে ফল পাকে। ব্যাঙ্গালোরের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় মে ও ডিসেম্বর মাসে বছরে ২ বার ফলন পাওয়া যায়।

৯) **ফলন :**

প্রাপ্তবয়স্ক (১০-১১ বছরের গাছ) প্রতি গাছে ৪০০০-৫০০০টি পর্যন্ত লিচু ধরে। এর ওজন ৯০-২০০ কেজি। দেখা গেছে সর্ব্বোচ্চ ফলন ৪৫৪ কেজি। লিচুর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন। ফলের ছালের কোঁচকানো অবস্থা কেটে গোলাকার হলে, কাঁটা ছাড়লে এবং রং উজ্জ্বল হলে লিচু সংগ্রহ করতে হয়। ভোরবেলা ঠান্ডা আবহাওয়ায় পাড়লে লিচুকে বেশিদিন টাটকা রাখা যায়। ফল পুষ্ট হলে সংগ্রহের উপযুক্ত লক্ষণ দেখা দিলে ডালশুদ্ধ পেড়ে নিতে হবে।

১০) **লিচু সঞ্চয় :**

লিচু দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বেশি গরম আবহাওয়ায় ফল ২/৩ দিনের বেশি টেকে না। ফল সংগ্রহ করার আদর্শ সময় হল খুব ভোরবেলা; সূর্য ওঠার আগেই লিচু সংগ্রহ করে শুকনো ও বেশ ঠান্ডা জায়গায় বা ঘরে মুক্ত বায়ুতে বিছিয়ে রাখতে হবে। বৃষ্টি হলে লিচু সংগ্রহ করা চলবে না। ফল পাড়ার পর ৪-৫ দিন রাখা যায়।

# Bagging of litchi fruit cluster avoids infestation of borer pest

পরিষ্কার ঠান্ডা জলে লিচুগুলিকে ডুবিয়ে রাখলে ২-৩ সপ্তাহকাল মোটামুটি টাটকা রাখা যায়। ১°-৭° সেলসিয়াস তাপাঙ্কে ফলকে হিমঘরে তিন মাস পর্যন্ত সঞ্চয় করা যায়। হিমঘরে রাখলে অম্লত্ব ০.৫ শতাংশ কমে যায়।

## রপ্তানিযোগ্য উন্নত গুণমানের লিচু উৎপাদনের জন্য মাসিক পরিচর্যা ক্যালেন্ডার

- **জানুয়ারি : (মাঝ পৌষ-মাঝ মাঘ)**

**ডাল ছাঁটাই এবং বিন্যাসকরণ :**

রোগাক্রান্ত, মৃত এবং একে অপরের সাথে লেগে থাকা ঘন ডালগুলিকে ছাঁটাই করে বিন্যাস করতে হবে।

**মধ্যবর্তী পরিচর্যা :**

* যদি আগে চাষ দেওয়া না থাকে তবে বাগানে ১.৫ ফুট গভীর করে চাষ দিতে হবে।
* কোনো রকম সার প্রয়োগ ও জলসেচ বাগিচায় দেওয়া চলবে না।

**জলসেচ :**

* চারাগাছের গোড়ায় বেসিন করে চারায় যাতে ঠান্ডা না লাগে সন্ধ্যায় জলসেচ দিতে হবে।
* নার্সারির চারাগাছে এবং নতুনভাবে বসানো চারায় জলসেচ দিতে হবে।

**লিচুর মাকড় নিয়ন্ত্রণ :**

* মাকড় আক্রান্ত লিচু ডালের ডগা ছেঁটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

**কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার নিয়ন্ত্রণ :**

* আক্রান্ত গর্ত পরিষ্কার করতে হবে এবং তুলো নিমতেল বা পেট্রোল বা কেরোসিন বা মেটাসিড-এ ভিজিয়ে গর্তে দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।

- **ফেব্রুয়ারি (মাঝ মাঘ - মাঝ ফাল্গুন)**

* চারাগাছে যদি ছাওয়া দেওয়া থাকে (শেড) তা সরিয়ে দিতে হবে।
* জলসেচের বন্দোবস্ত থাকলে চারা বসানোর জন্য গর্ত খুঁড়তে হবে।

- **মার্চ (মাঝ ফাল্গুন - মাঝ চৈত্র)**

**জলসেচ :**

* নার্সারির চারা এবং নতুন বসানো চারায় জলসেচ দিতে হবে।

**মাকড় নিয়ন্ত্রণ :**

* মাকড় আক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
* আক্রান্ত ডালে জলে গোলা গন্ধক (সালফেক্স) ২-৩ গ্রাম বা মনোক্রোটোফস ১.৫ মি.লি. বা ডায়ামিথোয়েট ১.৫ মি. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

**কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণ :**

* আগের মাসে করা না হলে করতে হবে।

- **এপ্রিল (মাঝ চৈত্র - মাঝ বৈশাখ)**

**জলসেচ :**

* নতুন এবং পুরোনো বাগানের গাছে ৭ দিন অন্তর প্রয়োজনমতো সেচ দিতে হবে।
* চারাগাছ বেসিনে এবং পুরোনো বাগানে ভাসিয়ে জলসেচ দিতে হবে।

**প্রাক্ সংগ্রহ ফলঝরা নিয়ন্ত্রণ :**

* প্ল্যানোফিক্স ১ মি.লি. প্রতি ৪.৫ লিটার জলে এবং বোরাক্স (সোহাগা) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। দুবার স্প্রে করতে হবে।
* প্রথম স্প্রে করার ১৫ দিন পর দ্বিতীয় স্প্রে করতে হবে।

**ফল ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণ :**

* সেভিন ৫০ (কার্বারিল) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

**পাউডারি মিলডিউ রোগ নিয়ন্ত্রণ :**

* সালফেক্স ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

**পাতামোড়া পোকার নিয়ন্ত্রণ :**

* এন্ডাসালাফান ১.৫ মি.লি. প্রতি লিটার জলে গুলে ১৫ দিন অন্তর দুবার স্প্রে করতে হবে।
* আগের মাসের মতো।

- **মে (মাঝ বৈশাখ - মাঝ জ্যৈষ্ঠ)**

**জলসেচ :**

* নতুন ও পুরোনো বাগানে আগের পদ্ধতিতে ৭ দিন অন্তর প্রয়োজনমতো জলসেচ দিতে হবে।
* ফল সংগ্রহ করার ৭-১০ দিন আগে জলসেচ বন্ধ করতে হবে।

**বীজের কীড়া নিয়ন্ত্রণ :**

* নুভান ১ মি.লি. বা ফেনভালেরেট ১ মি.লি. প্রতি লিটার জলে গুলে প্রথম সপ্তাহ বা ফল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে স্প্রে করতে হবে।

**ছত্রাক রোগের নিয়ন্ত্রণ :**

* ব্যাভিস্টন ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ফল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে স্প্রে করতে হবে।